প্রশ্ন (৫) ঃ সুলতান রাজিয়ার ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

উত্তর ঃ তুর্কো-আফগান আমলে একমাত্র মহিলা শাসিকা ছিলেন সুলতান রাজিয়া। তিনি ছিলেন ইলতুৎমিসের কন্যা। সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন, কিন্তু রাজিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসনে বসতে পারেন নি। ইলতুৎমিসের পুত্র ও রাজিয়ার ভ্রাতা রকুনউদ্দিন ফিরোজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর মাত্র কয়েক মাস শাসনের পর রাজিয়া সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র ৩ বছর ৬ মাস (১২৩৬-১২৪০ খ্রি:) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান থেকে রাজিয়ার রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর অল্পকাল শাসনের পশ্চাতে একাধিক কারণ ছিল-

(১) রাজিয়ার শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ তাঁর পতনের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল। বদাউনি, মূলতান, হান্সি, লাহোর প্রভৃতি এলাকার শাসনকর্তারা রাজিয়ার ক্ষমতা লাভকে মেনে নিতে পারেন নি, তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নিজামুল মুল্ক জুনাইদি। রাজিয়া কূটনৈতিক উপায়ে ঐ বিদ্রোহকে দমন করেন। পরে ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা ইক্তিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়ার নেতৃত্বে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পুনরায় বিদ্রোহ করে। রাজিয়া কূটনৈতিক উপায়ে আলতুনিয়া-কে বিবাহ করে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর আক্রমণে রাজিয়ার পতন ঘটে।

(২) রাজিয়ার পুরুষসুলভ আচার- আচরন তাঁর পতনের অন্যতম কারণ ছিল। এপ্রসঙ্গে মহম্মদ ইসামী লিখেছেন যে

রাজিয়া নারীসুলভ আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে তুর্কি আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিলেন। তিনি প্রথমদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে শাসন কার্য চালাতেন, কিন্তু পরে তিনি প্রকাশ্যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে দরবারের কার্য পরিচালনা করতেন। এছাড়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ফলে তুর্কি অভিজাত ও আমীর-ওমরাহরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।

(৩) সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটান। তিনি অতুর্কিদের প্রশাসনে নিয়োগ করেন। তিনি মালিক ইয়াকুব নামে এক হাবসী ক্রীতদাসকে আমির-ই- আখুর বা অশ্বশালার প্রধান পদে নিয়োগ করেন। তিনি মুজহাব উদ্দিন ও মালিক কুতুব উদ্দিন হাসান-কে যথাক্রমে 'উজির' ও 'মালিক-ই-লস্কর'(সেনাবাহিনীর প্রধান) পদে নিয়োগ করেন। ফলে প্রশাসনে অতুর্কি ও ক্রীতদাসদের প্রভাব বাড়ে। এতে তুর্কিরা অসন্তুষ্ট হন।

(৪) রাজিয়ার শাসনকালে 'বন্দেগান-ই- চাহালগানী'(চল্লিশ চক্র)-র প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর পতনের অন্যতম কারণ ছিল। উল্লেখ্য যে, সুলতান ইলতুৎমিসের শাসনকালে প্রায় চল্লিশ জন ক্রীতদাসকে নিয়ে এই সংস্থা গঠিত হয়। ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারীদের আমলে এই গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এমনকি তাঁরা পারস্পারিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। জিয়াউদ্দিন বারনি 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁরা ইক্তা ও অন্যান্য সম্মানজনক পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। রাজিয়ার পক্ষে চল্লিশ চক্রের উত্থান ও অন্তদ্বর্ন্দ্ব রদ করা সম্ভব হয় নি। ফলে দিল্লি সুলতানির রাজনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয় ও তাঁর পতনের পথ সুগম হয়।

সুতরাং বলা যায় যে সুলতান রাজিয়া সুদক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনার প্রচেষ্টা নেন। তিনি প্রশাসনে তুর্কিদের সাথে অতুর্কিদেরও নিয়োগ করেন। তিনি কূটনৈতিক উপায়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আমীর-ওমরাহ ও অভিজাতদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ফলে তাঁর পক্ষে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি। তাঁর শীঘ্রই পতন ঘটে -- অভ্যন্তরীণ সমস্যার চাপে অপাত-উজ্জ্বল শাসনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন (৬) ঃ সুলতান রাজিয়ার শাসনকালের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর ঃ তুর্কো-আফগান আমলে একমাত্র মহিলা শাসক ছিলেন সুলতান রাজিয়া। তিনি ছিলেন ইলতুৎমিসের কন্যা। সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন, কিন্তু রাজিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসনে বসতে পারেন নি। ইলতুৎমিসের পুত্র ও রাজিয়ার ভ্রাতা রকুনউদ্দিন ফিরোজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর মাত্র কয়েক মাস শাসনের পর রাজিয়া সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র ৩ বছর ৬ মাস (১২৩৬-১২৪০ খ্রি:) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুলতান রাজিয়ার শাসনকাল সহজ-সরল ছিল না । তিনি সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ ও বিভিন্ন প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তাঁর শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর শাসনকাল একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল -

(১) রাজিয়ার ক্ষমতালাভ সুলতান ইলতুৎমিসের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে। কেননা, তিনি রাজিয়াকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, তাঁর পুত্র রুকুনউদ্দিন ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণ করায় ইলতুৎমিসের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত হয় নি। পরে রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়।

(২) দিল্লি সুলতানি আমলে মহিলা শাসক হিসাবে তাঁর রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লি সুলতানির সিংহাসনে বসেছিলেন। যদিও মুসলিম জগতের ইতিহাসে এধরণের ঘটনা বিরল নয়, তথাপি দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে এটি এক অভিনব ঘটনা। তাঁর শাসন মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

(৩) রাজিয়ার ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে উত্তরাধিকারের পরিবর্তে যোগ্যতা স্বীকৃতি পায়। রাজিয়ার

রাজত্বকাল প্রমাণ করে যে যোগ্য ব্যক্তিত্ব রাজনীতির শীর্ষস্থানে অথবা সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে- তা পুরুষ অথবা মহিলা যেই হোক না কেন। যদিও আমীর-ওমরাহরা ইলতুৎমিসের অযোগ্য পুত্র রুকুনউদ্দিনকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, তথাপি রাজিয়া যোগ্যতা বলে ঐ পদ দখল করেন। সুলতান পদে যোগ্য ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি পায়।

(৪) রাজিয়ার রাজত্বকালে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। তিনি রাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে মোকাবিলায় অর্থাৎ বিদ্রোহ দমনে অনেকাংশে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এপ্রসঙ্গে 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'-তে বলা হয়েছে যে রাজিয়া রাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে মোকাবিলায় অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এছাড়া তাঁর রাজত্বকাল প্রশাসনিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অতুর্কিদের প্রশাসনে নিয়োগ করেন। তিনি মালিক ইয়াকুব নামে এক হাবসী ক্রীতদাসকে আমির-ই- আখুর অর্থাৎ অশ্বশালার প্রধান পদে নিয়োগ করেন। তিনি মুজহাব উদ্দিন ও মালিক কুতুব উদ্দিন হাসান-কে যথাক্রমে 'উজির' ও 'মালিক-ই-লস্কর' (সেনাবাহিনীর প্রধান) পদে নিয়োগ করেন। ফলে প্রশাসনে তুর্কি ও অতুর্কিদের সমন্বয় ঘটে।

(৫) সর্বোপরি, রাজিয়ার শাসনকালে দিল্লির সুলতানির ওপর জনমতের গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। তিনি দিল্লি সুলতানিকে অভিজাত গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার প্রচেষ্টা নেন এবং অনেকাংশে সফল হন। এপ্রসঙ্গে এ. এল. শ্রীবাস্তব লিখেছেন, 'She was the first turkish ruler of Delhi to have imposed the royal will upon the Amirs and Malicks'.

সুতরাং বলা যায় যে দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে রাজিয়ার শাসনকাল একাধিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর শাসনে একদিকে যেমন ইলতুৎমিসের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়, অপরদিকে তেমনি দিল্লি সুলতানির ওপর আমীর-ওমরাহদের প্রবল কর্তৃত্ব হ্রাস পায় ও জনমতের প্রভাব বাড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজিয়া তৎকালীন জটিল পরিস্থিতির মো কাবিলায় সম্পূর্ণ সফল হন নি। ফলে তাঁর শাসন ক্ষণস্থায়ী হয় ও তাঁর শাসনের গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস পায়।